বাজপাখীর কূটচক্র

শ্রীস্বপনকুমার

thisismyworldofsurprises.blogspot.com

বাজপাখি সিরিজ—১নং

বাজপাখির কূটচক্র

শ্রীস্বপনকুমার

প্রকাশক : শ্রীমহেশচন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পরিবেশক :
জেনারেল লাইব্রেরী এ্যাণ্ড প্রিন্টার্স
৩৯২ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এবছরের সবচেয়ে সেরা
ডিটেক্‌টিভ সিরিজ

শ্রীস্বপনকুমারের লেখা

—বাজপাখি সিরিজ—

১। মৃত্যুচক্রে বাজপাখি
২। বাজপাখির পুনরাভিযান
৩। বাজপাখির রক্তলীলা
৪। বাজপাখির প্রতিহিংসা
৫। বাজপাখির রণহুংকার
৬। হত্যাকারী বাজপাখি
৭। বাজপাখির রহস্যজাল
৮। নীল সমুদ্রে বাজপাখি
৯। বাজপাখির কূটচক্র
১০। বাজপাখির মারণ-মহোৎসব

মূল্য : ৫'০০ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
জয়ন্তী প্রেস
১৩/১, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

—এক—

চক্রান্তজালে বাজপাখি

খবরটি কলকাতা সহরকে তোলপাড় করে তুলল।

বিখ্যাত দস্যুসর্দার বাজপাখি তার অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতার জালে বন্দী হয়েছে।

বিচারের জন্য বাজপাখি আদালতে প্রেরিত হয়েছে। ঘনিয়ে এসেছে তার সমস্ত কীর্তিকলাপের শেষ অধ্যায়। আর সামান্য কয়েকটি দিন মাত্র তার আয়ু। বিচারে যে নিশ্চয়ই বিচারক তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন এ সম্বন্ধে সাধারণ লোক সুনিশ্চিত।

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা বের হতে সুরু হয়েছে। সকলের মুখে মুখে ফিরছে শুধু বাজপাখির খবর।

সেদিন বিকেলের বিশেষ টেলিগ্রামে যে খবরটি প্রকাশিত হল তা হচ্ছে এই :

চক্রান্তজালে বাজপাখি !

সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতা !!

বাজপাখিকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে প্রেরণ !!!

বিশেষ বিচারের জন্য বাজপাখিকে সেসনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত !!!!

বাজপাখির অন্যতম সহকর্মী মিরজা রাজসাক্ষী হইবার জন্য মনস্থির করিয়াছে !!

এতবড়ো একটা খবরে শুধুমাত্র সাধারণ লোকেই বিস্মিত হয় নাই। বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীও এই খবরটি অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। তাছাড়া বাজপাখির কোনও সহকর্মী যে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে এটা ধারণা করতে পারেনি দীপক। তাই শুধু আশ্চর্যই সে হয়নি সেদিন বিকেলে বাজপাখিকে দেখবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

* * *

বিকেল পাঁচটা।

বেশভূষা শেষ করে গাড়িতে উঠে দীপক ড্রাইভারের দিকে চেয়ে আদেশ দিল—লালবাজার পুলিশ ষ্টেশন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গাড়ী তাকে নিয়ে লালবাজারের বুকে এসে উপস্থিত হল।

বিখ্যাত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মরিসন্ আনন্দের সঙ্গে দীপককে আহ্বান করে বললেন—আপনি দীর্ঘদিন বাজপাখির সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু এ ধরণের খবর বোধ হয় আপনার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। তাই না?

দীপক হেসে বলল—সত্যিই, হঠাৎ খবরটা দেখে আমি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না মিঃ মরিসন্।

মিঃ মরিসন্ হেসে বললেন—দেয়ার আর মোর থিংস ইন্ হেভেন্ এণ্ড আর্থ, মিঃ চ্যাটার্জী, দ্যাট ইউ ক্যান্‌ট ড্রিম অফ্।

দীপক বলল—কিন্তু হঠাৎ তার এত বড় একজন অন্তরঙ্গ সহকারীর এ ধরণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ কি মিঃ মরিসন্?

মিঃ মরিসন্ বললেন—মাস চার পাঁচ আগে, বাজপাখির গ্রেপ্তারকারীকে অথবা গ্রেপ্তারে সহায়তা করলে তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

—তা জানি মিঃ মরিশন্ ।।

—কিন্তু শুধু এই পুরস্কার নয়, বাজপাখির এই সহকর্মী মিরজার হাতে বাজপাখি বিশ্বাস করে লাখ দেড় টাকা প্রায়ই রাখত। সেই সম্পূর্ণ টাকা সে আত্মসাৎ করেছিল। অবশেষে সে সেই সমস্ত টাকা নষ্ট করবার অজুহাতে বাজপাখির জন্য এক সহকর্মী কর্তৃক ধৃত হয়। একথা বাজপাখির কানে গেলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বাজপাখি নিশ্চয়ই তার মৃত্যুদণ্ড দিত। বাজপাখির অভিধানে এ ধরণের অপরাধের একটিমাত্র শাস্তিরই বিধান আছে, আর তা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

—ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্রটা এতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

—হ্যাঁ, তাই সে সময় থাকতেই গোপনে লালবাজারের থানায় খবর পাঠায়। আমরাও উপযুক্ত সময়ে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে তাকে গ্রেপ্তার করি। তারপর তার ওই সহকর্মী মিরজা রাজসাক্ষী হতে স্বীকৃত হয়েছে।

—এ খবরটা অবশ্য মূল্যবান।

—কিন্তু একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী···

—কি কথা বলুন ?

আপনি কি মনে করেন বাজপাখির অনুচরেরা মিরজাকে তার এই ধরণের মারাত্মক অপরাধের পরও ক্ষমা করবে ?

—না, এরপর বাজপাখির অন্যান্য সহকর্মীরা যে প্রতিহিংসা নেবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কিন্তু একটা কথা মিঃ মরিশন্···

—কি কথা বলুন মিঃ চ্যাটার্জী ?

—বাজপাখির যদি ফাঁসীর হুকুম হয়, এবং যদি সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই বাধ্য হয়, তবে সমস্ত দলটাই ভেঙে-চুরে যাবে। তখন আর সুশৃঙ্খল-ভাবে মিরজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে ধ্বংস করবার মতো একজন কেউ

থাকবে না। তাছাড়া তার অন্যান্য সহকর্মীরা মানে রশীদ, ফু চাঙ, হোয়াংজো ওরা সকলেই তখন পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করতে থাকবে। সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পন্থায় কাজ করে মিরজাকে শাস্তি দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

—তা অবশ্যই সত্যি মিঃ চ্যাটার্জী, বললেন মিঃ মরিসন্। তারপর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আপনি কি জন্য লালবাজারে এলেন তা ত বললেন না মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক বলল—কথাটা সামান্যই, আমি একবার রাজপাখির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। গোটাকয়েক কথা জানবার জন্যে আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে মিঃ মরিসন্!

—বেশ। তাতে আর আপত্তির কি আছে?

মিঃ মরিসন্ একজন সার্জেন্টকে ডেকে আদেশ দিলেন—একে আপনি একবার রাজপাখির সেলে নিয়ে যান। ইনি রাজপাখির সঙ্গে দু'একটা কথা নিয়ে আলোচনা করতে চান।

পুলিশ সার্জেন্ট খট করে একটা স্যালুট ঠুকে দীপকের দিকে চেয়ে বলল—আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

• • •

রাজপাখিকে প্রথম দর্শনে একটা পিঞ্জরাবদ্ধ রয়্যাল বেঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে।

দীপক সেলের বাইরে থেকে মোটা লোহার গরাদের ওপারে বন্দী রাজপাখির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই রাজপাখি, আশা করি আপত্তি হবে না তোমার?

রাজপাখি বলল—দীপক চ্যাটার্জী, আমি ক্রাইমটাকে জীবনের মস্ত বড় স্পোর্টস্ বলেই গ্রহণ করেছি। তাই তুমি আমার পরম শত্রু হলেও তোমার প্রতি এতটুকু রাগ আমার নেই। তুমি যে কোনও প্রশ্ন করলে সানন্দে তার

উত্তর দেব—তবে ব্যক্তিগত কোনও প্রশ্ন ছাড়া।

দীপক হেসে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা। কয়েকটা বিষয় সম্বন্ধে আমার সত্যিই কৌতূহল আছে।

বাজপাখি বলল—কোন্ কোন্ বিষয় বল।

—তুমি কি তোমার সহকর্মীর এই বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে আগে থেকে আঁচ করতে পারোনি?

—কিছুটা করেছিলাম।

—তবে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করোনি কেন?

—আমি তাকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করে দেখছিলাম, সে তার মর্যাদা রাখে কি না।

—কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত ত এখন করতে হচ্ছে তোমাকেই।

—কেন?

—বিচারে নিশ্চয়ই···

বাধা দিয়ে হাঃ-হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠল বাজপাখি। বলল—গভর্ণমেণ্টের কয়েদখানা এখনও এত শক্তিশালী হয়নি যে বাজপাখিকে আটকে রাখতে পারে।

—কেন?

—বিচারের প্রহসন চলা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করব, তারপর···

—তারপর?

—তারপর আমি নির্বিবাদে জেল থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করতে সচেষ্ট হব।

—এ সম্বন্ধে তুমি কি স্থির-নিশ্চয়?

—স্থির-নিশ্চয় না হয়ে আমি কোনও কথা বলি না ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। তুমি অন্ততঃ জান যে আমার কথার উপযুক্ত মর্যাদা আমি রাখি।

মিরজাকে তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেব না আমি।

—কিন্তু মিরজা ত তোমাকে প্রতারিত করে অজস্র অর্থের অধিকারী হয়েছে এখন।

তার সমস্ত অর্থ আমি নিঃশেষ করে নিয়ে আবার তাকে এমন অবস্থায় ফেলব যে, তাকে সামান্য দুমুঠো অন্নের জন্যে পথে পথে চীৎকার করে ঘুরে বেড়াতে হবে। বিশ্বাসঘাতককে আমি যে শাস্তি দিয়ে থাকি তা দিই মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু। কিন্তু আমি তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দেব।

কথা শেষ করে বাজপাখি বার দু'য়েক পায়চারী করল। তারপর দীপকের দিকে চেয়ে বলল—আমার পক্ষ সমর্থন করবার উপযুক্ত উকিল এবং ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হয়েছে। আমার সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। তাদের এই পরিশ্রম এবং অকুণ্ঠ ত্যাগ আমি কোনদিনই ভুলব না দীপক। আজ এদের মরণপণ সহায়তাই বাজপাখিকে বাজপাখিতে পরিণত করতে পেরেছে।

কথা শেষ করে বাজপাখি হাসল বিচিত্র রহস্যময় এক হাসি। দীপক সেখান থেকে বেরিয়ে এল। মনে তার অজস্র চিন্তার ছায়া।

—দুই—

সেসন কোর্ট

বাজপাখির বিচার আরম্ভ হবে।

সংবাদপত্রে খবর বের হয়েছে।

সেসন কোর্টের সামনে বিরাট ভিড়। অফুরন্ত জনস্রোত সকলেই বাজপাখির এই বিচারের খবর শোনবার জন্যে উন্মুখ।

সকলের মনেই শুধু কি-হয়, কি-হয় ভাব।

বাজপাখির বিরুদ্ধে সাক্ষগ্রহণ আরম্ভ হ'ল।

প্রথমেই ডাক পড়ল তার সহকারী মিরজার।

বিশ্বাসঘাতক মিরজা।

সে বন্দী বাজপাখির দিকে চেয়ে একবার কি যেন ভাবল। হাতে পায়ে মোটা শৃঙ্খল। দু'জন বন্দুকধারী পাহারা দু'পাশে দণ্ডায়মান।

কোনও উপায়েই পালিয়ে যাবার উপায় নেই।

মিরজা নিঃসন্দেহ হল।

একে একে সে বলে যেতে লাগল বাজপাখির বিরুদ্ধে সমস্ত কথা। সরকার পক্ষের উকিল এই সব মিথ্যা কথাগুলো তাকে বেশ করে মুখস্থ করিয়ে রেখেছিল।

সাক্ষ্য শেষ হল।

আদালতের বুকে মৃদু গুঞ্জন।

ছদ্মবেশে রশীদ ও হোয়াংলী কোর্টের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। দাঁতে দাঁত চেপে হোয়াংলী ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে বলল—শয়তান বিশ্বাসঘাতকটাকে পেলে নখ দিয়ে ওর টুঁটি টিপে মেরে ফেলতাম।

রশীদ বলল—ওসব কথা এখন থাক।

—কেন ?

—প্রভুর হুকুম না পেলে আমরা কিছু করতে পারি না।

—কিন্তু তিনি ত বন্দী !

—বন্দী ? হো হো করে হেসে উঠল রশীদ, তারপর হোয়াংলীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—পৃথিবীর বুকে এমন শক্তি নাই যে প্রভুকে বন্দী করে রাখে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। এই বিচার চলা পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী থাকবেন।

—তারপর ?

—তারপর কারাগারের লৌহ বাঁধন এড়িয়ে তিনি বেরিয়ে পড়বেন নতুন নতুন সংগ্রামের দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে।

—কিন্তু কি করে রশীদ ?

—সে কথা থাক, পরে হবে। এখন এই প্রকাশ্য আদালতে সে সব আলোচনা চলতে পারে না।

—বেশ।

* * *

* * *

দুজনে চুপ করে বিচার শুনতে লাগল।

মিরজার সাক্ষী শেষ হলে আদালত থেকে বাজপাখিকে প্রশ্ন করা হল—এর কথার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে।

বাজপাখি হেসে বলল— কিছু বলবার নেই। এ সবই একটা প্রহসন চলছে। তবে…

—থামলে কেন ?

মিরজার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাজপাখি বলল—আমার বক্তব্য আছে একজনের বিরুদ্ধে। তবে তা এখন নয়।

বাজপাখি কথা শেষ করল।

সে দৃষ্টির দিকে চেয়ে মির্‌জা এই প্রকাশ্য আদালতের মধ্যে দাঁড়িয়েও ঘামতে লাগল। চোখ দুটো তার লাল হয়ে উঠল, প্রবল উত্তেজনায় নিঃশ্বাস হল দ্রুততর।

মির্‌জার সাক্ষী শেষ হতেই সেদিন কোর্টের কাজ শেষ হল।

* * *

বিচারের ফল বের হলো ঠিক একমাস পর।

বাজপাখির বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ।

কিছু কিছু প্রমাণিত হলো, কিছু হলো না!

বাজপাখির স্বপক্ষে এক নামকরা ব্যারিষ্টার অজস্র সব কথা বলে শেষ করলেন।

দেখতে দেখতে সারা শহরের বুকে এক নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা।

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হলো:

বাজপাখির দশ বৎসর কারাদণ্ড!

নির্জন কক্ষে আটক রাখিবার সিদ্ধান্ত!!

—তিন—

বিশ্বাসঘাতক মির্‌জা

বাজপাখির বিচার শেষ হবার পরে মাসখানেক কেটে গেছে।

হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটের তিনতলার একখানা ঘরে এখন মির্‌জার একটা বিরাট অফিস চল্‌ছে।

শেয়ার মার্কেটে মির্‌জার প্রচুর নাম! যে কোনও কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচার আগে মির্‌জার মতামত এবং তার কার্যপদ্ধতির কথা বেশ ভাল করে স্মরণ করে। যথেষ্ট সুনামও আছে তার বাজারে।

বর্তমান বাজারে তার নাম বি. ডাটা। 'ডাটা' কথাটা দত্তের অপভ্রংশ কিনা জানা নেই, তবে মির্‌জা যে হঠাৎ কিভাবে 'ডাটা'তে পরিবর্তিত হ'তে পারে তা আন্দাজ করতেও পারে না কেউ।

এই খবরটা রাখে কেবল তিনজন লোক। বাজপাখির দুজন সহকারী রসীদ আর হোয়াংলী এবং বাজপাখি নিজে। কিন্তু মির্‌জা নিজে অন্ততঃ বুঝতে পারেনি যে ইতিমধ্যে তিনজন লোক তার এই ছদ্ম পরিচয়ের খবরটা জেনে ফেলেছে।

জানতে পারল সে সেদিন বিকেলে।

বেলা পাঁচটা।

অফিসে লোকজন বিশেষ নেই।

হঠাৎ বেলটা বেজে উঠল।

—কে? প্রশ্ন করল 'ডাটা' ওরফে মিরজা।

—ভেতরে আসতে পারি কি?

—আসুন।

—নমস্কার।

—আপনি?

—তুমি যেমন নাম পাল্টে মির্জা থেকে ডাটা হয়েছে, আমিও ঠিক তেমনি রশীদ থেকে হয়েছি ডাঃ ব্যানার্জী। কথাটা বলেই আগন্তুক তার গোঁফটা আর মাথার পরচুল একটানে খুলে ফেলল।

—তুমি! অবাক হয়ে বলে উঠল মির্জা।

—হাঁ।

—কিন্তু…

—পকেটে হাত পুরো না মির্জা। গর্জে উঠল রশীদ। সঙ্গে সঙ্গে সে তুলে ধরল তার অটোমেটিকটি। আমি জানি মির্জা ও চেষ্টা তুমি করবে। কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা। লোক ডাকবার চেষ্টা করলে এটার ব্যবহার করতে বাধ্য হব।

—অর্থাৎ?

—তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু ঘটালে কোনও পাপ নেই মির্জা। কিন্তু সেটা প্রভুর ইচ্ছা নয়। তাই—

—তাই আমি এ যাত্রা বাঁচলাম?

—অবশ্যই। বুঝতে পারছ তোমার মত শয়তানের উন্নত মাথা মাটিতে লুটিয়ে দিতে আমার এক মুহূর্তও সময় লাগে না।

—সেটা কি অত সহজে?

—নয় কেন শুনি?

—তুমি আমাকে গুলি করলে চারদিক থেকে লোক—

—হাঃ হাঃ হাঃ—হেসে উঠল রশীদ। ভুলে যেও না মির্জা, আমি সর্বশক্তিমান বাজপাখির বিশ্বস্ত অনুচর।

—না শয়তানের দোসর?

—তার মানে?

—তোমার প্রভু সর্বশক্তিমান বাজপাখি এখন কারাগারের ভেতরে পচছেন।

দেখতে দেখতে বিরাট একটা ফোকর দেখা গেল সিন্দুকের গায়ে।

রশীদ সেখান দিয়ে হাতটা গলিয়ে কতকগুলো কাগজপত্র টেনে বের করল।

তারপর একে একে সেগুলো পরীক্ষা করতে লাগল।

দুচোখে তার ফুটে উঠল বিস্ময়।

—একি! অবাক হয়ে বলল সে।

হো হো করে হেসে উঠল মির্‌জা! বলল—কি হল দোস্ত, কাগজপত্র পেলে?

—শয়তান! গর্জে উঠল রশীদ।

কিন্তু মিরজার হাসি কমল না এতটুকুও। অট্টহাসির বেগে যেন ফেটে পড়তে চাইল সে।

হাসির বেগ কমলে বলল—তুমি যেমন আমাকে চেন, আমিও চিনি তোমাকে। রতনে রতন চেনে, বুঝলে ভাই রশীদ। তাই ওই সেলফে আসল দলিল রাখিনি আমি। সেটা যেখানে আছে সেখান থেকে সহস্রবার খুঁজেও বের করতে পারবে না তা। এখন তুমি এই নকল কাগজপত্রগুলি নিয়েই ঘরে যাও বন্ধু।

মির্‌জা আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

নির্বাক বিস্ময়ে রশীদ আর হোয়াংলী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ধীর পদবিক্ষেপে।

—চার—

নকল তেইশ নম্বর

কয়েদীদের ভিজিটিং আওয়ার!

অধিকাংশ কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই দু' একজন লোক অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগের ছাপ। দীর্ঘদিন পরে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনে প্রত্যেকের ঠোঁটের কোণেই ফুটে উঠেছে আনন্দের হাসি।

বাজপাখির সঙ্গে দেখা করবার জন্যেও এসেছে একজন লোক।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের লেখা শ্লিপটা সেন্ট্রির হাতে দিতেই সে দরজা খুলে দিল কিন্তু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সেন্ট্রি। এর চেহারার সঙ্গে বাজপাখির চেহারার কোন পার্থক্য নেই। এরও গলাতে একটা চৌকো পিতলের ফলকে লেখা তেইশ। এর পরণে কয়েদীদের ধরণের পোষাক। তবে তার উপরে একটা ওভারকোট চাপানো।

বন্দীর কক্ষে প্রবেশের অনুমতি পেয়েই লোকটা তার ওভারকোটটা খুলে একপাশে রাখল। এবার আর দুজনের মধ্যে কোনও পার্থক্যই চোখে পড়ে না।

বাজপাখির পাশে গিয়ে বসল লোকটি।

সেন্ট্রি ততক্ষণে ওপাশে চলে গেছে।

বাজপাখি বলল—সত্যিই রশীদের কাজ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আপনার নামটা কি মিঃ?

—এন্ ব্যানার্জী। নলিনাক্ষ ব্যানার্জীও বলতে পারেন। সত্যিই আপনার চেহারার সঙ্গে আমার অদ্ভুত মিল আছে।

বাজপাখি বলল—আচ্ছা, আপনি কি কারণে এইভাবে আমার পরিবর্তে এখানে দশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে প্রস্তুত হলেন? সামান্য দশ হাজার টাকার বিনিময়ে?

বাধা দিয়ে লোকটি বলল—তা নয় মিঃ বাজপাখি! ওই সময়ে এই টাকাটা না হলে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে হয়ত অনাহারে মরতে হত। উঃ—সে কি নিদারুণ দারিদ্র্য···

লোকটির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

—আমি সবই বুঝতে পারছি মিঃ ব্যানার্জী। আমার উপায় থাকলে আমি আপনাকে নির্দয় কষ্ট না দিয়ে নিঃস্বার্থভাবেই ওই টাকাটা দিতে পারতাম। আমার সংগ্রাম তথাকথিত আরামবিলাসী লক্ষ লক্ষ টাকার অধীশ্বরদের বিরুদ্ধে। আপনাদের মত দরিদ্র ও অসহায়দের আমি অনেক যত্নে রক্ষা করে থাকি। কিন্তু বর্তমানে আমি একজন সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত। আমার প্রতিটি মুহূর্ত্ত কি চরম উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কাটছে—

—তা আমি জানি মিঃ বাজপাখি। আর এজন্যে আমি এতটুকুও দুঃখিত নই। বরং এই যে, আপনার আকস্মিক দয়ায় আমার ও আমার স্ত্রী-পুত্রের জীবনরক্ষা হলো, এজন্যেই আমি নিজেকে আপনার কাছে পরম কৃতজ্ঞ বলে মনে করছি। এটা বোধ হয় ভগবানের দান। তাঁর করুণা—

খট্ খট্ খট্·····

সেন্ট্রির পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাজপাখি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে লংকোটটি গায়ে টেনে নিয়ে জোরে জোরে বলল—চলি মিঃ বাজপাখি। আবার দেখা হবে।

বাজপাখি বেশে মিঃ ব্যানার্জী চুপ করে বসে রইল।

সেন্ট্রি বাজপাখিকে সঙ্গে করে গেট পর্যন্ত নিয়ে এল। গেটে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে কার্ডটা পরীক্ষা করে তাকে ছেড়ে দিল।

কারাগারের দরজা পেরিয়ে মুক্ত আলোবাতাসে শ্বাস নেবার সৌভাগ্য র্ন করে আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেল বাজপাখির সারা দেহের উপর য়ে।

পেছনে কারাগারের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

* * *

বাজপাখি সামান্য কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে কে ন ডেকে উঠল—স্যার···

বাজপাখি চেয়ে দেখল এ হচ্ছে তার সহকর্মী রশীদ আর তার পাশে ড়িয়ে হোয়াংলী। বাজপাখি এগিয়ে এসে বলল—সব ঠিক আছে ত?

রশীদ বলল—হ্যাঁ স্যার।

বাজপাখি বলল—সত্যিই আমায় দীর্ঘদিন কাজের মধ্যে অনেক সহকর্মীকেই মার চলার পথে সাথী করে নিতে হয়েছে, কিন্তু ঠিক তোমাদের মত আমার তি এতটা সহানুভূতিশীল আর কাউকেই আমি পেলাম না, রশীদ আর য়াংলী।

দুজনেই লজ্জায় মাথা নীচু করল।

বাজপাখি বলল—চল, গাড়িতে ওঠা যাক্।

তিনজনে অদূরে দণ্ডায়মান মোটরটাতে গিয়ে উঠতেই সেটা তীব্রবেগে গিয়ে চলল মহানগরীর দিকে।

কিছুক্ষণ আগেও যে বাজপাখি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় ল, সে যে এখন মুক্ত একথা যেন সকলের কল্পনার বাইরে।

বাজপাখি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

গাড়ি এসে থামল কলকাতা শহরের একটা প্রকাশ্য অঞ্চলের একটি বাড়ির সামনে।

বাজপাখি বলল—তুমি আমার পলিসিটা ঠিকই বুঝতে পেরেছ রশীদ।

রশীদ হেসে বলল—এত বছর আপনার সঙ্গে কাটিয়ে…

বাজপাখি বলল—হ্যাঁ, বাস করতে হলে এভাবে প্রকাশ্যেই করা উচিত কেননা, সহরে সমস্ত গলিঘুঁপ্‌চিগুলো পুলিশ প্রায়ই নানা ধরণের সন্দেহ বশবর্তী হয়ে খোঁজ করে। কিন্তু এখানে এত প্রকাশ্য ভাবে কারও সামান্য সন্দেহও হবে না। কিন্তু এখানে আমার নাম কি তা মনে আছে ত?

—হ্যাঁ স্যার, আপনার নাম তরুণ মিত্র।

—অত্যন্ত আনন্দিত হলাম রশীদ। এখন বল ত আমার প্রফেশন্‌ কি হবে?

রশীদ বলল—কই সেটা ত আগে বলেননি স্যার।

—ও, বলিনি বুঝি? বেশ, ভালো করে মনে রেখো আমি একজন শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার। এ ছাড়া ষ্টক এক্সচেঞ্জের প্রচুর শেয়ার আমি সুবিধামত খরিদ করে থাকি।

—কিন্তু ওটা ত স্যার মির্‌জার প্রফেশন্‌।

—তাইত চাই। জান ত, কথা আছে, 'মেন অফ দি সেম প্রফেশন্‌ ডাজ্‌ নট এগ্রি,' মানে একই পেশার কয়েকজন লোক পরস্পরকে সুনজরে দেখে না। আমি তাই চাই। আমি চাই অত্যন্ত অল্পদিনে শেয়ার মার্কেটে একটি স্থায়ী সুনাম।

—আপনার পক্ষে তা করতে অসুবিধা হবে না!

—কেন বল ত রশীদ?

—আপনি প্রায় সব কোম্পানীর ভেতরের সিক্রেট জানেন। তাই সুযোগ শেয়ার কেনা এবং সময় মত তা ছাড়তে পারলেই আপনার লাভও হবে র সুনামের জন্যেও ভাবতে হবে না।

—ভেরী গুড, সত্যই তোমার দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারছি না াদ।

—কিন্তু তাতে মির্‌জাকে জব্দ করা যাবে কোন্‌ পথে?

অত্যন্ত সহজ সে পথ। বাজারে আমাদের আউট ষ্ট্যাণ্ডিং সুনাম রটে লেই মির্‌জা চেষ্টা করবে আমাদের কোম্পানীর সিক্রেটগুলো বের করতে। সময় আমরা আমাদের লোক পাঠাব ছদ্মবেশে। সেই সব সিক্রেট সে নবে তবে একটু ভিন্ন। যাক্‌, এখন ওর বেশী বললে সুবিধে হবে না। মি শুধু তিনদিনের মধ্যে বেশ ভাল একটা অফিসের ব্যবস্থা কর।

কথা না বাড়িয়ে রশীদ চা এবং খাবারের অর্ডার দিল একজন বয়কে কে।

রাজপাখি জিজ্ঞেস করল—ক'জন চাকর নিয়োগ করেছ?

রশীদ হেসে বললে—আজ্ঞে, তিনজন।

কোনও প্রয়োজন নেই। একজনেই আমার চলবে। তুমি বরং বাকী র্থে একজন সুন্দরী এবং স্মার্ট মেয়েকে এ্যাপয়েন্ট কর টাইপিষ্ট, ষ্টেনো এবং র্সোন্যাল হিসেবে।

—তাতে লাভ কি হবে স্যার?

—লাভ নেহাত কম হবে না রশীদ। সেই হবে আমার চক্রান্তের ফাঁদের প্রাধানা নায়িকা। অর্থাৎ সমস্ত সিক্রেটগুলো বাইরে ছড়াবার জন্যই তার প্রয়োজন।

—বুঝেছি স্যার।

—হ্যাঁ, আমাদের কোম্পানীর নাম হবে, 'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোং'। তিনদিনের মধ্যে দোতলার বড় ঘরখানায় কোম্পানীর অফিস বসবে এবং বিজ্ঞাপন দিতে সুরু করা হবে।

বাজপাখিকে নমস্কার করে রশীদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

—ছয়—

মির্‌জা বনাম ড

মাত্র দুমাসের মধ্যে যে কোন একটি কোম্পানী বাজারে এত আউটষ্ট্যাণ্ডিং সুনাম অর্জন করতে পারে, তা না দেখলে সহসা বিশ্বাস ক যায় না।

'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোং'-এর তরুণ মিত্রের নাম শেয়ারের বাজারে সকল মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেকটি রাইভ্যাল কোম্পানী 'টি. কে, মিত্রে বিজ্‌নেসের সিক্রেট খবরগুলো জানবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে। ইতিম মির্‌জা ওরফে মিঃ ডাটা বাজারে কিছুটা লোকসান দিয়েছে। তার আ মানিক অঙ্ক হবে প্রায় হাজার সাতেকটাকা।

এই সামান্য লোকসানে অবশ্য মির্‌জা ভয় পায়নি! তার সঞ্চয়ের পরিম দু'লাখ টাকার কাছাকাছি। তাই এই সামান্য লোকসান তার কিছু ম করবার কথাও নয়।

তবুও টাকার পরিমাণ বাড়াতে কে না চায়?

মির্‌জা তাই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল এই নতুন কোম্পানীর কিছু বি সিক্রেট খবর বের করবার জন্যে।

কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করে এবং অজস্র ঘোরাঘুরি করেও সে যখন এই কাজে ব্যর্থ হয়ে কি করবে ভাবছে, এমন সময় একটা আকস্মিক সুযোগ ঘটে গেল তার।

তরুণ মিত্রের পার্সোন্যাল এ্যাসিষ্টেন্ট ওরফে ষ্টেনো হচ্ছে মিনতি নামে একটি মেয়ে। অসাধারণ সুন্দরী সে। তাছাড়া অন্যান্য যে সব গুণ তার সঙ্গে আছে তাতে অত্যন্ত সহজে সে যে কোনও পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে।

মিরজা যখন শেয়ার বাজারের খবরাখবর জানবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, ঠিক সেই সময় একদিন দেখা গেল তার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের অফিসে একজন মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

এই মেয়েটি 'টি. কে, মিত্র এণ্ড কোম্পানী'র মিনতি ছাড়া অন্য কেউ নয়।

সামান্য একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা মিঃ ডাটার ছিল না। তাই তিনি তার এ্যাসিষ্টেন্টকে দিয়ে বলে পাঠালেন—মিঃ ডাটা খুব ব্যস্ত। এখন তাঁর পক্ষে দেখা করা সম্ভব নয়। আপনি কে তা তিনি জানতে চাইলেন। এই কাগজটাতে লিখে দিন।

মিনতি কাগজটার বুকে বেশ পরিষ্কার করে লিখল—মিস্ মিনতি হালদার পার্সোন্যাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট অব তরুণ মিত্র।

কাগজটা পড়ে মিঃ ডাটা যেন লাফিয়ে উঠলেন। আশ্চর্য—আর একটু হলেই তিনি একে ফিরিয়ে দিতেন! তিনি তক্ষুণি মিনতিকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই মিনতি বলল—আপনার সঙ্গে যে সব কথা হবে তা একটু নিরিবিলিতে—মানে পার্সোন্যাল।

মিঃ ডাটা স্মিতমুখে বললেন—অবশ্যই মিস্ হালদার। আই য়্যাম্ সো গ্ল্যাড টু মিট্ ইউ।

মিনতি বলল—কি যে বলেন! আমার মত সামান্য একটি মেয়েকে···

মিনতির অসামান্য রূপলাবণ্যের দিকে চেয়ে মিঃ ডাটা বললেন—আপনি কি পাকাপাকিভাবে আমার এখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট চান মিস্ হালদার?

মিনতি বলল—তাহলেই সুবিধে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মত সুন্দর এবং তমায়িক লোককেই আমি মনিব হিসেবে পেতে চাই। কিন্তু মিঃ তরুণ মিত্রের মত বিশ্রী মেজাজ এবং ও ধরণের কুৎসিত ব্যবহার আমি ইতিপূর্বে দেখেছি কিনা সন্দেহ।

মিঃ ডাটা বললেন—আমার কাছে কিন্তু ব্যবহার পাবেন ঠিক উল্টো।

—তা দেখেই বুঝেছি।

—বেশ, চলুন পাশের ঘরে গিয়ে আমাদের গোপনীয়···

—না না···

—সে কি মিনতি দেবী?

—অফিসে বসে পার্সোন্যাল কথা হয় না।

—তবে কোথায়?

—চলুন বরং কোনও হোটেলে।

—বাঃ, আপনার সাজেশান ত খুব সুন্দর। সত্যিই এত অল্প সময় আপনার সঙ্গে মিশেও আমি আপনার এডমায়ার না করে পারছি না।

দেহকে বিচিত্র ভঙ্গিতে আন্দোলিত করে মিনতি বলল—থাক।

—ক্রিং ক্রিং·····

কলিংবেল বেজে ওঠে।

বেয়ারা প্রবেশ করে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

গাড়ি বের করতে হুমকি দাও বললেন মিঃ ডাটা।

একটু পরেই গাড়িখানা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল কলকাতা মহানগরীর সুপ্রশস্ত পথ ধরে।

* * * * * *

গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্রিষ্টল হোটেলের সামনে।

মিনতি বলল—এখানে না।

—কেন?

—এখানে মিঃ মিত্র মাঝে মাঝে আসেন।

—তবে?

—চলুন কোনও নিভৃত হোটেলের দিকে।

—বেশ। আউটরাম ঘাটের বুকেতে গেলে কেমন হয়?

—সত্যই চমৎকার সাজেশান।

—তবে তাই চল।

কথার ফাঁকে ফাঁকে মিঃ ডাটা মিনতিকে তুমি বলে সম্বোধন করে বসল। আর মিনতিও কোনও আপত্তি জানাল না।

গাড়ি ছুটে চলল।

* * * *

একটু পরেই গঙ্গার ধারে আউটরাম ঘাট থেকে কিছুদূরে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

দুজনে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে উঠল দোতলায়। গঙ্গার বুকের উপর ভাসমান রেষ্টুরেন্ট 'বুকে'।

—কি অর্ডার দেব মিনতি?

—যা কিছু।

—বেশ, দু'কাপ চা আর গোঠা আষ্টেক পেস্ট্রী।

বয় সেলাম ঠুকে চলে যায়।

—এখন বল মিনতি, কি কি শর্তে তুমি আমার কাছে কাজ করবে।

—আপনি যদি আমাকে আপনার পার্সোন্যাল সেক্রেটারী করতে চান—

—না না, এখন থাক। তুমি তরুণ মিত্রের কাছেই কাজ কর। শুধু মাঝে মাঝে ওঁর প্রাইভেট সিক্রেটগুলো আমার কাছে এসে বলে দেবে।

—শুধু এইটুকু?

—হাঁ, আপাততঃ তাই। তবে পরে সুবিধেমত আমার কাছেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে।

—আপনার কথার বিরুদ্ধে অবশ্য যেতে পারি না। কিন্তু……

—হ্যাঁ, তরুণ মিত্র তোমাকে কত মাইনে দেয়?

—মাত্র দেড়শো।

—বেশ। তুমি ওর কাছে এই পরিমাণ টাকা ত পাচ্ছই, তা ছাড়া আমি তোমাকে দেব পাঁচশো।

—আপনার যা ইচ্ছে।

—কিন্তু তুমি ওদের সিক্রেট খবরগুলো সব দিতে পারবে ত?

—নিশ্চয়।

—কি করে?

—আমি সমস্ত কিছু শেয়ার কেনাবেচার হিসেব রাখি কিনা। বুড়ো হাড়-কিপটে হলেও আমাকে বিশ্বাস করে খুব।

—তরুণ মিত্র কি বুড়ো নাকি?

—হ্যাঁ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হবে। আর বিশ্রী বদমেজাজ।

—কিন্তু আপাততঃ তোমায় ওখানে থাকতেই হবে মিনতি। আর সেটা আমার সুবিধের জন্যেই।

—বেশ, তাই হবে।

—তোমার এতে অসুবিধে হবে না ?

—কিন্তু সেই অফিসারটার কথা ভাবলেই আমার গা জ্বালা করে।

—বুঝেছি। আচ্ছা, আপাততঃ ওঁরা কোন্ কোম্পানীর শেয়ার কিনছেন আর কোন্ কোম্পানীর বিক্রি করছেন সে খবরগুলো কি তোমার জানা আছে মিনতি ?

—নিশ্চয়ই। এখন ন্যাশনাল ড্রাগের শেয়ার বিক্রি করছেন প্রচুর। আর কেনা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইলের শেয়ার।

—বুঝেছি।

—কিন্তু ওই সিক্রেট খবরগুলো আপনাকে দিতাম না। কেবল আপনি বলেই···

—জানি। এজন্যে, আর আমাদের প্রথম দিনের বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ আমি তোমাকে দুশো টাকা দিলাম। ফর মিয়ার প্রেজেণ্টেশন্।

কথা শেষ করে মিঃ ডাটা মিনতির হাতে দু'খানা একশো টাকার নোট গুঁজে দেন।

মিনতি মিঃ ডাটার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

আধঘণ্টা পরে গাড়ি যখন চৌরঙ্গী দিয়ে পাশ করতে থাকে তখন মিঃ ডাটা মিনতির অপূর্ব দেহের দিকে চেয়ে বলে—চলুন, কিছুক্ষণ কার্জন পার্কে গিয়ে বসি, দু'জনে নিরালায়।

মিনতি হেসে বলে—আজ থাক। এরপর ত প্রায়ই আমাকে আসতে হবে আপনার কাছে।

—সাত—

বাজপাখির কূটচক্র

তিন দিনের পর।

সেদিন সকালে 'টি, কে, মিত্র এণ্ড কোম্পানী'র কোণের একখানা ঘরে বসে কথা হচ্ছিল মিঃ মিত্র আর তাঁর সহকর্মী রশীদের মধ্যে।

মিঃ মিত্র বললেন—তোমার কি রকম মনে হচ্ছে রশীদ ?

—যতদূর বুঝেছি মিরজা টোপ গিলেছে।

—কিন্তু তোমার এই মেয়েটি কি পারবে ঠিকভাবে চলতে ?

—সত্যিই আমার ওর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। প্রথম দিনেই এতটা এগোতে আর কেউ পারত কি না সন্দেহ।

—তা অবশ্যই সত্য।

—আর একটা কথা।

—কি ব্যাপার ?

—প্রথম দিন মিনতি আন্দাজে যে দুটি কোম্পানীর শেয়ার কেনা বেচার কথা বলছিল, সেটি সত্যই কার্যকরী হয়েছে। মিরজা হাজার দুয়েক টাকা লাভ করেছে। এর ফলে সে এখন মিনতির কথা ঠিক অন্ধের মতোই মেনে চলবে।

—হাঁ, এবার আমরা যে যে কোম্পানীর শেয়ার কিনলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়, সেই সেই কোম্পানীর নামই বলে পাঠাব মিনতিকে দিয়ে।

—সে ত বটেই। কিন্তু মিরজা কতটা বিশ্বাস করবে ঠিক সেটাই আমি ভাবছি।

—তুমি জানো না রশীদ, পুরুষদের মন যখন কোন নারীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়, তখন তাকে কতটা বিশ্বাস করতে পারে। অর্থ ত সামান্য জিনিস, প্রাণ পর্যন্ত দিতে তার কুণ্ঠা থাকে না। আর

আমরা সেই দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়েই কার্যোদ্ধার করতে চাই। মির্‌জাকে মিথ্যা হত্যা করে কোন লাভ নেই। আমি চাই তিলে তিলে ওকে অধঃপাতের পথে নামিয়ে আনতে। যে অর্থের মোহে ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল, সেই অর্থের শেষ পাই পর্যন্ত নিঃশেষ করেই আমি নেব আমার প্রতিশোধ। আমার এই কূটচক্রের জাল ভেদ করে মুক্ত হবার মতো ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো আছে বলে মনে করিনা আমি।

—সেটুকু বিশ্বাস আমার আছে।

—বেশ, মিনতিকে ডেকে পাঠাও রশীদ।

একটু পরেই মিনতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। বাজপাখি তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—তুমি কতদূর সফল হলে মিনতি?

—আমার পথে আর কোন বাধাই নেই।

—বেশ, তুমি এই কোম্পানীগুলোর লিষ্ট নিয়ে যাও। সে প্রশ্ন করলেই তাকে বলবে—এই কোম্পানীগুলোর প্রচুর শেয়ার আমরা দু'হাতে কিনছি। এর পেছনে অন্ধের মত সব করলেও তা থেকে লোকসান যাবার ভয় নেই।

—আপনার কথা অনুসারেই কাজ হবে স্যার।

মিনতি বাজপাখিকে নমস্কার করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।